দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 DEC 2015 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন

সব সূচকেই উন্নতি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন-উপযোগী শিশুদের ভর্তির হার বেড়েছে, বেড়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তের হারও। পাশাপাশি কমেছে ঝড়ে পড়ার হার। বেড়েছে শিক্ষার্থীদের শেখার যোগ্যতা। বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত কাঠামো, শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাদিও উন্নত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বেসরকারি সংস্থা 'গণস্বাক্ষরতা অভিযান'-এর এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এলজিআরডি মিলনায়তনে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখন আগের চেয়ে বেশ সমর্থ। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। সময়ের সাথে সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত কাঠামো, শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাদি উন্নত হয়েছে'। শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ও শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। লৈঙ্গিক সমতাও হয়েছে।

গণস্বাক্ষরতা অভিযানের এই গবেষণা প্রতিবেদনে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

সব সূচকেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৯৯৮ সাল থেকে করা গণস্বাক্ষরতা অভিযানের আগের প্রতিবেদনগুলোর সঙ্গে বর্তমান প্রতিবেদনের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণও তুলে ধরা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিট ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ছিল ৭৭ শতাংশ, ২০১৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯৪ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রকৃত নিট ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ৭০ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ৭৮ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সমন্বিত নিট ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ছিল ৭১ দশমিক ৪ শতাংশ, যা ২০১৩ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০ দশমিক ৬ শতাংশ। অভিগম্যতার ক্ষেত্রে ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত পুরোটা সময় ধরে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ছেলে শিক্ষার্থীদের তুলনায় এগিয়ে ছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৪ সালে ৭৪ দশমিক ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী সার্বিকভাবে যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রতিবেদনে দেখানো হয়, বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাতেও শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে ভালো করেছে।

শিক্ষকদের যোগ্যতা উন্নতির চিত্র তুলে ধরে বলা হয়, ১৯৯৮ সালে যেখানে ৪৮ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষকের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রি ছিল, ২০১৪ সালে তা ৫৭ দশমিক ২ শতাংশ হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এই হার ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে ৬৩ দশমিক ৪ শতাংশ নারী শিক্ষক রয়েছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতির সংখ্যা সময়ের সাথে বেড়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কত ভাগ শিক্ষক কর্তব্যে অবহেলা করছেন, তার গবেষণা হওয়া উচিত। তিনি বলেন, শিশুরা বাড়িতে কেন পড়বে। শিক্ষকরাই তাদের স্কুলে পড়াবে। মা-বাবা নিজের ঘরে যেভাবে সন্তানদের পড়ান, শিক্ষকদের তেমনিভাবে আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থী পড়াতে হবে।

গণস্বাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপারসন কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ও হোসেন জিল্লুর রহমান, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, ডিএফআইডির বাংলাদেশের প্রতিনিধি ক্যারোলাইন সানারস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।